উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 19 May 2017 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ ঃ http://www.uttarbangasambad.in

সাঁইত্রিশ ছাড়িয়ে আজ ৩৮শে

দেখতে দেখতে ৩৭টা বছর পেরিয়ে গেল। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'তেত্রিশ বছর কেটে গেল, কেউ কথা রাখেনি।' কিন্তু আমরা, উত্তরবঙ্গ সংবাদ কথা রেখেছি। আমরা শুরুতেই বলেছিলাম, যতটা সম্ভব মানুষের কাছাকাছি পৌঁছাব। ৩৭ বছর পর, ৩৮শের শুরুতে উত্তরবঙ্গ সংবাদ এখন বাস্তবিকই উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়। একথা স্বীকার করেন উত্তরের সবাই। ৩৭ বছর সংবাদপত্র জগতে কোনো সময়ই নয়। ব্রহ্মার একটা পলকের মতো। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গা তৈরি করতে এই সময়টা অনেক। প্রথম হওয়া কঠিন, তার চেয়েও কঠিন সেই জায়গাটাকে ধরে রাখা। সেই লড়াইয়ে সবাইকে নিয়ে আমরা সফল হবই, এ আমাদের বিশ্বাস।

বৃহস্পতিবার কলকাতা বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুলভূষণের ফাঁসি স্থগিত আন্তর্জাতিক আদালতে

মুখ পুড়ল পাকিস্তানের বড়ো জয় ভারতের

হেগ, ১৮ মে ঃ কুলভূষণ যাদব মামলায় আন্তর্জাতিক আদালতে বড়ো জয় পেল ভারত। উলটোদিকে মুখ পুড়ল পড়শি পাকিস্তানের। কুলভূষণের মৃত্যুদণ্ডে স্থগিতাদেশ জারি করেছে রাষ্ট্রসংঘের সর্বোচ্চ বিচারালয়। তারা বলেছে, যতক্ষণ না আন্তর্জাতিক আদালতে শুনানি শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ ভারতীয় নৌসেনার ওই প্রাক্তন আধিকারিকের বিরুদ্ধে পাকিস্তান কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে না। এদিন এ কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক আদালতের প্রেসিডেন্ট জাস্টিস রনি আব্রাহাম।

'কুলভূষণ মামলায় আন্তর্জাতিক আদালত যেন হস্তক্ষেপ না করে, এই মামলা আন্তর্জাতিক আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত নয়', এমনটাই সওয়াল করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তানের সওয়াল মানেনি রাষ্ট্রসংঘের শীর্ষ আদালত। তারা জানিয়েছে, এই মামলায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার আন্তর্জাতিক আদালতের রয়েছে। ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী তাদের সেই অধিকার রয়েছে। আদালত জানিয়েছে, কুলভূষণ যাদব তথা ভারতকে কনসুলার অ্যাকসেস থেকে পাকিস্তান অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করেছে। ভিয়েনা কনভেনশনের শর্ত অনুযায়ী, কুলভূষণের সঙ্গে দেখা করার অধিকার রয়েছে ভারতীয় দূতাবাসের। কোন পরিস্থিতিতে কুলভূষণকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তা স্পষ্ট নয় বলেও আদালত মতপ্রকাশ করেছে। এহেন পর্যবেক্ষণের পর আন্তর্জাতিক আদালতের প্রেসিডেন্টের নির্দেশ, মামলার শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কুলভূষণের বিরুদ্ধে যেন কোনো পদক্ষেপ করা না হয়।

তবে আন্তর্জাতিক আদালত এই কথাও পরিষ্কার জানিয়েছে, আজকের রায় নিছকই একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ। কুলভূষণ মামলায় ভারত ও পাকিস্তানের যুক্তি, পালটা যুক্তি তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করে দেখবে। হেগ আন্তর্জাতিক আদালতের ১১ সদস্যের বেঞ্চের প্রধান রনি আব্রাহাম বলেন, এখনও পর্যন্ত যা সওয়াল-জবাব হয়েছে, তা থেকে নিশ্চিতভাবে কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক যে, আলোচ্য মামলায় ভিয়েনা কনভেনশনে গৃহীত সনদের ৩৬(এ) অনুচ্ছেদ অমান্য হয়ে থাকতে পারে বলে মনে হয়েছে আদালতের। পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না চূড়ান্ত রায় জানানো হচ্ছে, ততক্ষণ কুলভূষণকে নিরাপত্তা দেওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব পাকিস্তানের।

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র গোপাল বাগলে বলেন, আজকের রায়ের পর ভারতের স্বস্তিবোধ করার কারণ আছে। কারণ, দ্ব্যর্থহীনভাবে রায় দিয়েছে আন্তর্জাতিক আদালত। রায় থেকে এটা নিশ্চিত যে, চূড়ান্ত রায় বেরোনোর আগে পর্যন্ত পাকিস্তান কুলভূষণ যাদবের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কুলভূষণ প্রশঙ্গে মুকুল রোহাতগি বলেন, 'একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্ব একসুরে কথা বলেছে। এটাই সবচেয়ে ভরসার ব্যাপার।'

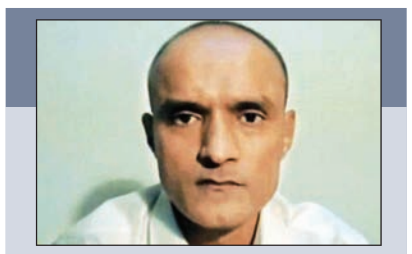

এক নজরে রায়

- কুলভূষণ মামলার বিচার করার এক্তিয়ার এই আদালতের আছে।
- প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, ভারতীয় বন্দির ক্ষেত্রে ভিয়েনা কনভেনশনের সনদ ভাঙা হয়েছে।
- কুলভূষণের সঙ্গে ভারতীয় দূতাবাসকে যোগাযোগ করতে দেওয়া উচিত ছিল।
- আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত কুলভূষণের নিরাপত্তার দায়িত্ব পাকিস্তানের।
- কুলভূষণের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে পাকিস্তান কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না।

মোদি বললেন ঐতিহাসিক রায় পাকিস্তান বলছে লড়াই শেষ হয়নি

নয়াদিল্লি, ১৮ মে ঃ কলমের এক খোঁচায় কুলভূষণ যাদবের মৃত্যুদণ্ডাদেশ স্থগিত হয়ে যাওয়ায় আনন্দে উচ্ছ্বসিত ভারত। এদিন রায় শোনার পরই বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে ফোন করে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আদালতের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে নরেন্দ্র মোদি বলেন, ঐতিহাসিক রায়। তবে কুলভূষণের জীবন বাঁচাতে বিদেশমন্ত্রক যে কার্যকর পদক্ষেপ করেছে, তার কোনো তুলনা হয় না। তাঁর কথায়, 'এই মামলায় উয়োম্যান অফ দ্য ম্যাচ সুষমাই।' মামলার প্রাথমিক পর্বে এই জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী ভূয়সী প্রশংসা করেন আইনজীবী তথা প্রাক্তন সলিসিটার জেনারেল হরিশ সালভের। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলি, রাজনাথ সিং সহ দিল্লির প্রায় সমস্ত নেতাই রায়কে স্বাগত জানিয়ে যা বলেন, তার নির্যাস, 'ঐতিহাসিক ব্যাপার। ভারত শেষপর্যন্ত লড়ে যাবে।' কংগ্রেসের তরফেও আন্তর্জাতিক আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানানো হয়। কংগ্রেস মুখপাত্র তথা প্রবীণ নেতা মণীশ তিওয়ারি বলেন, আন্তর্জাতিক আদালত খুব ভালো রায় দিয়েছে। এই রায়কে হাতিয়ার করে কেন্দ্র এবার কুলভূষণকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করুক। আর এক কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আইনজীবী কপিল সিবাল রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, প্রয়োজনে এই মামলায় তিনি ভারত সরকারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। পাক মুলুকে চরবৃত্তির অভিযোগে ফাঁসি হওয়া ভারতীয় সরাবজিৎ সিংয়ের বোন দলবীর কাউর থেকে মুম্বইয়ে কুলভূষণের জন্মভিটে পোয়াই গ্রামের বাসিন্দারাও এদিন আন্তর্জাতিক আদালতের রায় শুনে উচ্ছ্বসিত। কুলভূষণের ছেলেবেলার বন্ধু তুলসীদাস পাওয়ার বলছিলেন, 'আমরা আজ সারাদিন কুলভূষণের জন্য পুজো দিয়েছি, মানত করেছি। *এরপর নয়ের পাতায়*

তিন তালাক নিয়ে রায় স্থগিত

নয়াদিল্লি ঃ বিতর্কিত তিন তালাক নিয়ে রায়দান স্থগিত রাখল সুপ্রিমকোর্ট। ছয়দিন ধরে শুনানি চলার পর বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণার কথা ছিল সর্বোচ্চ আদালতের। কিন্তু আজও কোনো সমাধান সূত্র বের না হওয়ায় রায়দান স্থগিত রাখা হয়েছে। এদিন আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ সরকারপক্ষের আইনজীবী এবং অ্যাটর্নি জেনারেল মুকুল রোহাতগিকে বলেন, স্বাধীনতার প্রায় সাত দশক পরেও এই সংক্রান্ত কোনো আইন সরকার প্রণয়ন করেনি কেন? রোহাতগি বলেন, মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব আদালতের। তাই আমরা সকলে আদালতের দিকে তাকিয়ে আছি। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল'বোর্ডের আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, প্রায় ১৪০০ বছরের মুসলিম ধর্মের এই বিশ্বাসকে একদিনে ভাঙা যায় না। ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণে হস্তক্ষেপ করা শীর্ষ আদালতের উচিত হবে না। এদিনও আদালতের তরফে প্রশ্ন করা হয়, এই ধরনের আচরণ কীভাবে মেনে নেওয়া যায়। সবমিলিয়ে তিন তালাক নিয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে না পারায় এদিন রায়দান স্থগিত রাখে সুপ্রিমকোর্ট।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

বিন্দু বিসর্গ

উত্তরবঙ্গে শিল্প সম্মেলন

প্রথম দিনেই ১৩৬১ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব

রণজিৎ ঘোষ • শিলিগুড়ি

১৮ মে ঃ কৃষিভিত্তিক শিল্প সম্মেলন 'অ্যাগ্রো বিজনেস সিনারজি'-র প্রথম দিনেই উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক শিল্পে ১৩৬১ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এল। বৃহস্পতিবার মাটিগাড়ার একটি হোটেলে দু-দিনের এই শিল্প সম্মেলনের উদ্‌বোধন করে রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ এবং পূর্তমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, 'উত্তরবঙ্গে শিল্প স্থাপনের সবরকম পরিকাঠামো রয়েছে।' শিল্পপতিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বস্ত্র দপ্তরের সচিব রাজীব সিনহা বলেন, 'খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রাইস মিল তৈরি, উদ্যানপালন সহ বিভিন্ন শিল্পে বিনিয়োগ হবে।' প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিক শিল্প সম্মেলনে উত্তরবঙ্গে কয়েকশো কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন শিল্পপতিরা। কিন্তু পরবর্তীতে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। এই আশঙ্কা থেকেই এদিন সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব বলেন, 'শুধু সম্মেলন করে ফিরে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। আমরা অতীতেও দেখেছি পরবর্তীতে আর কেউ বিষয়গুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন না।' এটা যেন আর না হয় সেদিকে তিনি প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বৃহস্পতিবার থেকে দু-দিনের কৃষিভিত্তিক শিল্প সম্মেলন শুরু হয়েছে। এই সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার শিল্পপতিরা ছাড়াও নেপাল এবং ভুটানের প্রতিনিধিরাও এসেছেন।

কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই)-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই সম্মেলনের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার হাজির ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, গৌতম দেব, জেমস কুজুর এবং বাচ্চু হাঁসদা। সম্মেলনে কৃষি, ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, জৈব প্রযুক্তি, মৎস্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী গৌতমবাবু বলেন, 'উত্তরবঙ্গে শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। গত ছয় বছরে উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয় জল সব ক্ষেত্রেই ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে, আরও কাজ হচ্ছে। শিল্প স্থাপনের সবরকম পরিবেশ উত্তরবঙ্গে রয়েছে। কালিম্পংয়ে একটি বায়ো টেকনোলজি পার্ক তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পোলট্রি ফার্ম, আনারস এবং চা-কে ঘিরে আরও শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্য সরকার শিল্পপতিদের সবরকম সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমরা দেখেছি, বারবার এই ধরনের শিল্প সম্মেলন হয়, কিন্তু পরবর্তীতে তা নিয়ে আর আলোচনা হয় না। এটা যাতে না হয় সেটা বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা যেমন দেখবেন তেমন শিল্পপতিদেরও দেখতে হবে।'

অরূপবাবু বলেন, উত্তরবঙ্গে সমুদ্র ছাড়া সব কিছুই রয়েছে। এখানে শিল্পের সমস্ত রকম পরিকাঠামোও রাজ্য সরকার তৈরি করেছে। এই সম্মেলন শুরু হওয়ার আগেই উত্তরবঙ্গে ১৩৬১ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। সম্মেলন দু-দিন চলবে। ফলে বিনিয়োগ আরও বাড়বে বলেই আমরা আশাবাদী। এভাবেই আরও শিল্পপতিদের এগিয়ে আসতে হবে।

এরপর নয়ের পাতায়

শিলিগুড়ি পুরনিগম

দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান নিয়ে অভিযোগ বিরোধীদের

শিলিগুড়ি, ১৮ মে ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাম পরিচালিত পুরবোর্ডের প্রথম বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সেভাবে না হলেও দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান অবশ্য বৃহস্পতিবার বেশ ঘটা করেই সারা হল। বামেরা এই অনুষ্ঠানেও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগে সরব হয়। আর্থিক অসহযোগিতা নিয়ে মেয়র অশোক ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন বক্তা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত এদিনের নাগরিক সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, এদিনের অনুষ্ঠান নিয়ে পুরনিগমের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস বামেদের বিরুদ্ধে সরব হয়। তাদের দাবি, এধরনের অনুষ্ঠান করে অশোকবাবুরা স্রেফ অর্থের অপচয় করছেন। অন্যদিকে, দলের কাউন্সিলাররা এদিনের অনুষ্ঠানে অংশ না নিলেও কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক শংকর মালাকার সভায় উপস্থিত থাকায় রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষো শুরু হয়েছে।

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা রঞ্জন সরকার বলেন, 'আগে কোনোদিন এমনটি দেখিনি। উন্নয়নের টাকা নেই বলে অশোকবাবুরা একদিকে দাবি করছেন, আবার অন্যদিকে এত টাকা অপচয় করে পুরনিগমের বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান সারছেন। এমনটি কোনোভাবেই মানা যায় না। এনিয়ে আমরা বোর্ড সভায় সরব হব।' কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি শংকর মালাকার বলেন, "গত কয়েক বছরে শিলিগুড়ির রাজনীতিতে যে 'দেখে নেব' মনোভাব তৈরি হয়েছে তাতে রাজনৈতিক পরিবেশটাই বদলে গিয়েছে। 'আমি ও আমরা ছাড়া কেউই থাকবে না' এমন মনোভাবের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে চাই।"

এরপর নয়ের পাতায়

মহাবীরস্থানে ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় ধৃতদের নিয়ে পুলিশ কমিশনার। ছবি ঃ সৌরভ জোয়ারদার

ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় ধৃত আরও ৬, ফেরার ৪

শিলিগুড়ি, ১৮ মে ঃ মহাবীরস্থানে ব্যবসায়ী খুনে মূল অভিযুক্ত সহ আরও ছয়জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সব মিলিয়ে ওই খুনের ঘটনায় গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়াল ৯। বাকিদের ধরতেও জাল গুটিয়ে আনা হয়েছে বলে পুলিশ কর্তাদের দাবি। গত সোমবার দিনেরবেলায় প্রকাশ্যে কুপিয়ে খুন করা হয় শিলিগুড়ি মহাবীরস্থান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি গোপাল সাহা ওরফে বাউ গোপালকে। ঘটনায় গুরুতর জখম আরও এক ব্যবসায়ী মহম্মদ মুক্তার এখনও চিকিৎসাধীন। এদিকে, ওই ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবারও ওই বাজার এবং সংলগ্ন এলাকার সমস্ত দোকান বন্ধ ছিল।

মহাবীরস্থানের ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় আরও ছয়জনকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বিশেষ দল। ধৃতরা হল মূল অভিযুক্ত সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামু কামার, রতন দাস, উত্তম বিশ্বাস, খোকন বিশ্বাস ও সম্রাট সরকার। প্রত্যেকের বাড়ি লিচুবাগানে হলেও এদিন বিকেলে আশিঘর ফাঁড়ির হাতিয়াডাঙ্গা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ কমিশনার সি এস লেপচা জানান। তবে পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, ঘটনার পরই অভিযুক্তরা শিলিগুড়ির বাইরে গা-ঢাকা দিয়েছিল। ঘটনার পর সাফাইকর্মী প্রমিলা চৌধুরি এবং অভিজিৎ সরকারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার আত্মসমর্পণ করে গৌরাঙ্গ সরকার। তাকে জেরা করেই মূল অভিযুক্ত সুরজিৎ এবং বাকিদের খোঁজ পাওয়া যায়।

ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে জমি দখল এবং এক একটি দোকান একাধিকবার হাত বদল বা মোটা টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করেই বিরোধের সূত্রপাত। শুধুমাত্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ থেকেই এই খুনের ঘটনা। তবে পুলিশ কমিশনার বলেন, 'দোকান নিয়ে গোলমালের জেরেই ঘটনাটি ঘটেছে।' মৃত ব্যবসায়ীর পরিবারের তরফে মোট ১৩ জনের নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অর্থাৎ এখনও অধরা চারজন। পুলিশ কমিশনার জানান, বাকিদেরও নাম এবং কোথায় রয়েছে তা তাঁরা কিছুটা জানতে পেরেছেন। বেশিদিন বাকি অভিযুক্তরা আত্মগোপন করে থাকতে পারবে না। ধৃতদের হেপাজতে নিতে আদালতে আবেদন করা হবে।

এলাকায় দোকানপাট খুলছে না

ওই খুনের ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবারও বন্ধ ছিল মহাবীরস্থানের ওই মার্কেটের দোকানগুলি। বন্ধ রাখা হয়েছিল সংলগ্ন এলাকায় থাকা সবজি এবং ফলের বাজার দুটিও। ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির তরফে বিপ্লব ঘোষ বলেন, মৃত ব্যবসায়ীর শ্রাদ্ধ থাকায় এদিন তাঁরা দোকান বন্ধ রেখেছিলেন। মূল অভিযুক্ত সহ আরও ছয়জন গ্রেফতার হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

পেশা বাছতে স্কুলে স্কুলে কেরিয়ার হাব

সুমন কাঞ্জিলাল

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবার পর এবার মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ পেশা বেছে নেওয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ চালু করতে চলেছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পুঁথিগত পড়াশোনার পাশাপাশি তারা যাতে তাদের মেধা এবং পছন্দ অনুযায়ী পেশা স্কুলে থাকতেই বেছে নিতে পারে সেজন্য প্রতিটি স্কুলে বিশেষ 'কেরিয়ার হাব' গঠন করতে চলেছে শিক্ষা দপ্তর। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের পক্ষ থেকেই প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই 'কেরিয়ার হাব' গড়ে তোলা হবে। এই কেরিয়ার হাব গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি জেলায় 'ডিস্ট্রিক্ট ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং' (ডায়েট)-এর মাধ্যমে স্কুলগুলির জন্য অর্থও বরাদ্দ করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি আধুনিক পেশা নিয়ে সচেতন করতে ইতিমধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ 'কেরিয়ার কাউন্সেলিং'-এর ব্যবস্থা করছে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান।

ম্যাকউইলিয়াম হাইস্কুলে কেরিয়ার হাবের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা। -সংবাদচিত্র

বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার ম্যাকউইলিয়াম হাইস্কুলে 'কেরিয়ার কাউন্সেলিং অ্যান্ড ইনক্লুসিভ এডুকেশন' নিয়ে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আলিপুরদুয়ার জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং-এর অফিসার ইনচার্জ অজিত সাহা বলেন, 'রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে গোটা রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

এরপর নয়ের পাতায়